**সেনাবাহিনীর ৩, ৪, ৫ ও ৬ বীরকে ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড (জাতীয় পতাকা) প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বিআইআরসি রাজশাহী সেনানিবাস, বৃহস্পতিবার, ২১ ভাদ্র ১৪২০, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

            বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের আজকের এই জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানাচিছ।

হযরত শাহ্ মখদুম (রহঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত রাজশাহী শহরের এই সেনানিবাসে আসতে পেরে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের এ খুশির দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি আধুনিক-সুসংহত সশস্ত্র বাহিনীর স্বপ্ন দেখেছিলেন।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের জাতীয় চার নেতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদের প্রতি। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি অগণিত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি সেনাবাহিনীর মৌলিক ইউনিটগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার হাতে গড়া সেনাবাহিনী আজ উৎকর্ষ ও পেশাদারিত্বে বিশ্বমানের উচ্চতায় পৌঁছে গেছে।

প্রিয় অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ,

আবহমান কাল থেকেই রণাঙ্গনে জাতীয় মর্যাদার প্রতীক পতাকা বহনের রীতি আছে। পতাকা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। পতাকার মর্যাদা সমুন্নত রাখা সকলের পবিত্র দায়িত্ব। জাতীয় পতাকা বহনের দুর্লভ সুযোগ সকলের জীবনে আসে না। জাতীয় পতাকা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করা যে কোন ইউনিটের জন্য একটি বিরল সম্মান ও গৌরবের। আজ সেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় পতাকা আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হলো । এই বিরল সম্মান ও গৌরব অর্জন করায় আমি ৩, ৪, ৫ ও ৬ বীরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক রেজিমেন্ট গৌরবময় ঐতিহ্যের অংশীদার। দেশমাতৃকার সুরক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এই রেজিমেন্টের সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরে যে কোন দুর্যোগময় মুহূর্তে জনগণের সেবায় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলা, অবকাঠোমো উন্নয়ন, জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জাতীয় নির্বাচন সম্পন্নে সহযোগিতা প্রদান, গৃহহীনদের আশ্রয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ডে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অবদান জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

দেশের অভ্যন্তরেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও পেশাগত দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তার নিজের এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলেছে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অবদান দেশ ও জাতির জন্য মর্যাদা বয়ে এনেছে।

সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন, আমরা ইতোপূর্বে সরকারে থাকাকালে সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক ও পেশাগতভাবে দক্ষ করে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। সেনাবাহিনীর জন্য এমআইএসটি, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং, বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের জন্য আলাদা ট্রেনিং সেন্টার, ৫২ পদাতিক ব্রিগেড, বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তার জন্য একটি কম্পোজিট ব্রিগেড, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজসহ বিভিন্ন ছোট বড় ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

আত্মনির্ভরশীল এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিকে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমান ভূমিকা রাখতে পারে-এটা আমরা প্রমাণ করেছি। ৪৭তম বিএমএ লং কোর্সে মহিলা ক্যাডেটদের নিয়মিত কমিশন প্রদানের বিষয়টি ছিল আমার বিগত সরকারের সময়োপযোগী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ছেলেদের পাশাপাশি তারাও পেশাগতভাবে অনেক ভাল করছে। প্যারা জাম্পিং সহ যে কোন ঝুঁকিবহুল প্রশিক্ষণে তারাও সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফোর্সেস গোল ২০৩০ চূড়ান্ত করা হয়েছে। ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আলোকে সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো বিন্যাস ও পরিবর্তনের পাশাপাশি আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এর ফলে সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং জনবলের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ আরও বেড়ে যাবে। সর্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে, সশস্ত্র বাহিনী পেপার-লেস হয়ে উঠবে।

সুধিমন্ডলী,

পদাতিক বাহিনীর বিশালতা এবং কর্মপরিধির ব্যাপকতার কথা চিন্তা করে এবং গতিশীলতার লক্ষ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাশাপাশি পদাতিক বাহিনীর দ্বিতীয় রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আমাদের গত সরকারের সময় অনুভূত হয়। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে আমি বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট গঠনের ব্যাপারে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করি। ২১ এপ্রিল ২০০১ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের পতাকা উত্তোলন করি । বিগত ২০১১ সালে আমি এ রেজিমেন্টকে জাতীয় পতাকা প্রদান করি। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আজ আবার আমি এ রেজিমেন্টের ৪টি ইউনিটকে জাতীয় পতাকা প্রদান করলাম।

আপনারা অবগত আছেন যে, বিগত ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে আমি এই রাজশাহী সেনানিবাসে বাংলাদেশের প্রথম ইনডোর ফায়ারিং রেঞ্জের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করি। যার নির্মাণকাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই ফায়ারিং রেঞ্জের মাধ্যমে ফায়ারিংয়ে আপনাদের দক্ষতা  আরও বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়া রাজশাহী সেনানিবাসের নতুন মাস্টার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। যার মাধ্যমে এ সেনানিবাস আরও সম্প্রসারিত ও পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠবে। এ সেন্টারের প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে একটি বৃহদাকারের একাডেমিক ব্লক নির্মাণের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রশিক্ষণের মান আরও উন্নত হবে। আমি জেনে আনন্দিত, কাজে গতিশীলতার  লক্ষ্যে এ সেন্টারের রেকর্ড অফিস অটোমেশন করা হয়েছে।

দেশপ্রেমিক এই রেজিমেন্টের সদস্যগণ জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সাথে পালনে সক্ষম হবেন। কর্মজীবনে সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের উন্নয়ন ঘটিয়ে জাতি গঠনে বলিষ্ঠ অবদান রাখবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আজকের সুশৃঙ্খল ও মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজের জন্য আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচিছ। আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনায় যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চিরজীবী হোক।